

106
Sg
Seaborgium
[269]

Key Properties

Atomic Mass	[269]
Category	Transition Metals
State at 20°C	solid
Melting Point	null
Boiling Point	null
Density	35.0*
Electron Config	[Rn] 5f146d47s2
Electronegativity	null
Year Discovered	1974
Discovered By	Albert Ghiorso

Did You Know?

- এটির নামকরণ করা হয়েছে গ্লেন টি. সিবোর্গের সম্মানে, একজন আমেরিকান পারমাণবিক রসায়নবিদ যিনি অনেক ট্রান্সউরানিক উপাদান আবিষ্কারে ভূমিকা রেখেছিলেন।
- এটি এমন একজন ব্যক্তির নামে নামকরণ করা শুধুমাত্র দুটি উপাদানের মধ্যে একটি যেটি তখনও জীবিত ছিল (অন্যটি হল ওগানেসন)। যখন এটি প্রস্তাব করা হয়েছিল তখন এটি অত্যন্ত বিতর্কিত ছিল।
- এটি অক্সিজেন আয়ন দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়াম লক্ষ্যবস্তুতে বোমাবর্ষণ করে তৈরি করা হয়েছিল।
- এর সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপের অর্ধ-জীবন প্রায় 1.9 মিনিট।
- পরীক্ষাগুলি পরামর্শ দেয় যে এটি রাসায়নিকভাবে গ্রুপ 6 এর একটি সাধারণ সদস্য হিসাবে আচরণ করে, যা টাংস্টেনের মতো।

APPEARANCE

সিবোর্গিয়াম একটি সিন্থেটিক, অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় ধাতু।

SUPERHERO PERSONA

"জীবন্ত কিংবদন্তি, একমাত্র নায়ক যিনি জীবিত থাকাকালীন একজন ব্যক্তির নামে নামকরণ করেছিলেন।"

EVERYDAY CONNECTION

সিবোর্গিয়ামের কোন দৈনন্দিন সংযোগ নেই, শুধুমাত্র গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

POP CULTURE

সিবোর্গিয়ামের নামকরণ ছিল বিতর্কিত। গ্লেন সিবোর্গ তখনও জীবিত ছিলেন।

সিবোর্গিয়াম: গ্লেন সিবোর্গকে সম্মান জানাতে তৈরি উপাদান

সিবোর্গিয়াম একটি কৃত্রিম, তেজস্ক্রিয় ধাতু যা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। মাত্র কয়েকটি পরমাণু তৈরি করা হয়েছে। এটির নামকরণ করা হয়েছে গ্লেন সিবোর্গের নামে, যিনি একজন অগ্রণী আমেরিকান রসায়নবিদ যিনি অনেক ট্রান্সইউরেনিয়াম উপাদান আবিষ্কার করতে এবং পর্যায় সারণিকে পুনর্গঠন করতে সাহায্য করেছিলেন।

একটি মানবসৃষ্ট উপাদান

সিবোর্গিয়াম একটি ভারী আয়ন ত্বরনকারীতে তৈরি করা হয়। বিজ্ঞানীরা প্রথমে ক্যালিফোর্নিয়াম-২৪৯-এর উপর অক্সিজেন-১৮ নিউক্লিয়াস দিয়ে বোমাবর্ষণ করে এটি তৈরি করেছিলেন, যা প্রতি ঘন্টায় প্রায় একটি পরমাণু তৈরি করে।

যেহেতু এটি এত বিরল এবং অস্থির - এর দীর্ঘতম আইসোটোপ মাত্র ১.৯ মিনিট স্থায়ী হয় - সিবোর্গিয়ামের কোনও ব্যবহারিক ব্যবহার নেই। পরিবর্তে, পর্যায় সারণির প্রান্তে অতি ভারী উপাদানগুলির আচরণ সম্পর্কে আরও জানার জন্য এটি অধ্যয়ন করা হয়।

সিবোর্গিয়ামের কোনও জৈবিক ভূমিকা নেই এবং এর তীব্র তেজস্ক্রিয়তার কারণে এটি বিষাক্ত বলে বিবেচিত হয়।

আবিষ্কারের ইতিহাস

শীতল যুদ্ধের সময় সিবোর্গিয়াম আবিষ্কার হয়েছিল এবং এটি আরেকটি মার্কিন-রাশিয়া বৈজ্ঞানিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে ওঠে:

১৯৭৪ - আমেরিকান দাবি: ক্যালিফোর্নিয়ার লরেন্স বার্কলে ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে (LBNL) অ্যালবার্ট ঘিওরসোর নেতৃত্বে একটি দল ক্যালিফোর্নিয়ামে অক্সিজেন দিয়ে বোমাবর্ষণ করে মৌল ১০৬ তৈরির কথা জানিয়েছে।

১৯৭৪ - রাশিয়ান দাবি: প্রায় একই সময়ে, রাশিয়ার ডুবনায় জয়েন্ট ইনস্টিটিউট ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (JINR)-এর একটি দল ঘোষণা করে যে তারা ক্রোমিয়াম দিয়ে সীসা বোমাবর্ষণ করে মৌলটি তৈরি করেছে।

রেজোলিউশন (১৯৯৭): বছরের পর বছর বিতর্কের পর, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি (IUPAC) আমেরিকান দলকে কৃতিত্ব দেয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মৌলটির নামকরণ করে সিবোর্গিয়াম - যার ফলে গ্লেন সিবোর্গ প্রথম জীবিত ব্যক্তি যার নামে একটি মৌল নামকরণ করা হয়েছে।